প্রথম আলো

7 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস?

৩৩তম লিখিত পরীক্ষা হঠাৎ স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

আকস্মিকভাবে স্থগিত করা হয়েছে ৩৩তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে কয়েক দিন ধরে আলোচনা চলছিল। তবে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) থেকে বলা হয়েছিল, 'গুজবে কান দেবেন না'। কিন্তু গতকাল শনিবার শেষ পর্যন্ত পিএসসি 'গুজবে কান দিয়েছে'। আজ রোববার থেকে এই লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল।

পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আ ই ম নেছারউদ্দিন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।' প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের কারণেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তাই আমরা পরীক্ষা স্থগিত করলাম। পরে নতুন তারিখ জানানো হবে।'

চার হাজার ২০৬টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ৩৩তম বিসিএসের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। গত ১ জুন প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পৌনে দুই লাখের বেশি পরীক্ষার্থী এতে অংশ নেন। গত ২৮ জুন প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ৭ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ হাজার ১৬২। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ২৬টি।

> "বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তাই আমরা পরীক্ষা স্থগিত করলাম। পরে নতুন তারিখ জানানো হবে
>
> **আ ই ম নেছারউদ্দিন**
> পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

হাতে হাতে প্রশ্ন: সপ্তাহ দুয়েক ধরেই বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা শোনা যাচ্ছিল। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা জানাচ্ছিলেন, তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা দিলেই মিলেছে নয়টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র। প্রতিটি বিষয়ের চার থেকে পাঁচ সেট প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীকে দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। তবে কোন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে, তা পরীক্ষার আগের রাতে নিশ্চিত করার আশ্বাসও দেওয়া হয়।

গত বুধবার এ বিষয়ে পিএসসির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নেছারউদ্দিন বলেছিলেন, একেকটি পরীক্ষার জন্য বহু সেট প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষার কিছুক্ষণ আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কোন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে গতকাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সূত্র *প্রথম আলোকে* হাতে লেখা ও উত্তরসহ কম্পিউটারে কম্পোজ করা কয়েকটি বিষয়ে চার সেট প্রশ্নপত্র দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীদের কাছে এমন প্রশ্নপত্র রয়েছে বলে জানা গেছে।

গত রাতে পিএসসির একটি সূত্র জানিয়েছে, তারাও এ ধরনের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেছে। মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বাজারে পাওয়া বিভিন্ন সেটের একাধিক প্রশ্ন মিলে গেলে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ভেবেই শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার্থী উধাও!: রাইসুল ইসলাম, আসাদুল্লাহ গালিব, সাজেদুল ইসলামসহ একাধিক পরীক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন, বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শাহবাগের কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার ও আবাসিক হলে ১০ থেকে ১৫ জনের যৌথ গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার সময় যত ঘনিয়ে আসছিল, সেই সব গ্রুপ থেকে কয়েকজন করে পরীক্ষার্থী আর দলগত পড়াশোনায় অংশ নিচ্ছিলেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলেও বিসিএসের জন্য দলগত পড়াশোনা করেন শিক্ষার্থীরা। একাধিক হলে এসব দলের কেউ কেউ উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার যারা কথিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ছিল, তারা প্রশ্নক্রেতাদের পরীক্ষা শুরুর আগ পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধানে রাখার কৌশল নিয়েছে। এতে একদিকে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে এবং এরা যেন অন্য কারও কাছে নিজেরা বিক্রি করতে না পারে, তা-ও নিশ্চিত করা হলো। 'উধাও' এমন একাধিক শিক্ষার্থীকে মুঠোফোনেও পাওয়া যাচ্ছিল না বলে সহপাঠীরা দাবি করেছেন।

জহুরুল হক হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা নয়জন মিলে তিন মাস ধরে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের তিনজন ছাত্র আর আসছিলেন না। তাঁদের মুঠোফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। পরে তাঁরা জানতে পারেন, হলের বরিশাল অঞ্চলের ছাত্রলীগের একজন কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা প্রশ্নপত্র পেয়েছেন। এখন অন্যত্র বসে তাঁরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

একই রকম তথ্য জানিয়েছেন জসীমউদ্দীন ও সূর্য সেন হলের একাধিক ছাত্র।

আলোচনায় ছাত্রলীগের একাধিক নেতার নাম: 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের' সঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নেতার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে ঘুরেফিরে কয়েকজনের নাম বারবার এসেছে। এর মধ্যে জহুরুল হক হলের সাবেক কর্মী এবং ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সহসভাপতির নাম সবচেয়ে বেশি এসেছে। তাঁর বাড়ি বরিশাল অঞ্চলে।

এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু হলের একজন শীর্ষ নেতা এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি, ফ্রিয়া হলের শীর্ষ একজন নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির শীর্ষ এক নেতার নামও আছে আলোচনায়। শিক্ষার্থীদের আলোচনায় এমনও অভিযোগ উঠে আসছে যে, বিগত সরকারের সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করতেন ছাত্রদলের এমন চক্রই এবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে। তবে তারা ছাত্রলীগের কতিপয় নেতার মাধ্যমে তা বিক্রি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকা বিসিএস পরীক্ষার্থীসহ অন্যদের মধ্যে এসব আলোচনা থাকলেও এর সত্যাসত্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। আলোচনায় যাদের নাম এসেছে, *প্রথম আলো* তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু তাঁরা দাবি করেছেন, এগুলো ভিত্তিহীন অভিযোগ। কেউ এমন কোনো প্রমাণ দিতে পারবে না।

'প্রশ্নপত্র ফাঁসের' সঙ্গে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতার নাম আলোচনায় আসার বিষয়ে জানতে চাইলে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করাই অমূলক। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বিব্রতবোধ করছি।'

দুই সপ্তাহ ধরে চলা প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করায় সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের অনেকে *প্রথম আলোকে* বলছেন, এই অবস্থায় পরীক্ষা হলে একটা সন্দেহ থেকে যেত, বিতর্ক তৈরি হতো। আর বাইরে পাওয়া এই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হলে তো মেধাবীরা বঞ্চিত হতো। তাই পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা। তবে এ বিষয়ে পিএসসিকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ তাঁদের।

পিএসসির গতকালের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবরের সব পরীক্ষা স্থগিত হলেও ৩০ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত পদ সংশ্লিষ্ট কারিগরি (টেকনিক্যাল) ক্যাডারের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। স্থগিত পরীক্ষার সময়সূচি পরে জানানো হবে।